بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মুমিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১৩ জুন, ২০২৫ মোতাবেক ১৩ এহসান, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তা'উয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, কয়েক জুমুআ পূর্বে মক্কাবিজয়ের প্রেক্ষাপটে প্রারম্ভিক কিছু (কথা) বর্ণনা করেছিলাম, আজ এ সম্পর্কে আরো কিছু (বিষয়) বিশদভাবে বর্ণনা করব। এই যুদ্ধাভিযানের কারণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এই যুদ্ধাভিযানের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল, কুরাইশের পক্ষ থেকে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করা এবং মহানবী (সা.)-এর দূতকে চরম ঔদ্ধত্যের সাথে (তাদের) একথা বলা যে, **'আমরা চুক্তি বাতিল করছি এবং আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করব।'** মহানবী (সা.)-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি (সা.) মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাদের চুক্তিভঙ্গের বিশদ বিবরণ হলো, হুদাইবিয়ার সন্ধিতে এটিও একটি শর্ত ছিল, আরব গোত্রগুলোর মধ্য হতে যারা চায় তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে, আর যারা চায় তারা কুরাইশের সাথে চুক্তি করতে পারে। অতএব, বনু বকর ও বনু খুযাআ যারা হেরেম শরীফের আশেপাশে বসবাস করত, তাদের মধ্য থেকে বনু খুযাআ মহানবী (সা.)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র বনু বকর, কুরাইশের সাথে সন্ধিচুক্তি করে। আর এর ফলে উভয় গোত্র পারস্পরিক লড়াই-বিবাদ থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। অজ্ঞতার যুগে বনু বকর এবং বনু খুযাআর মধ্যে লড়াই চলছিল। তখন বনু বকর বনু খুযাআর একজনকে হত্যা করেছিল, অপরদিকে বনু খুযাআ বনু বকরের তিনজনকে হেরেমের সীমানায় হত্যা করেছিল। বনু বকর এবং বনু খুযাআর মধ্যে পারস্পরিক লড়াই চলমান ছিল। (তখনই) মহানবী (সা.)-এর অর্বিভাব হয় এবং তিনি (নবুয়্যতের) দাবি করলে লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে (চিন্তাভাবনায়) ব্যস্ত হয়ে যায়। নতুন বিষয় তাদের সম্মুখে আসলে সে সম্পর্কে চর্চা আরম্ভ হয় এবং তারা পারস্পরিক (যুদ্ধ) স্থগিত করে। কিন্তু তারা (তাদের) অন্তরে ক্ষোভ ও জিঘাংসা লুকিয়ে রেখেছিল। অষ্টম হিজরীর শাবান মাসে যখন হুদাইবিয়ার সন্ধির বাইশ মাস অতিক্রান্ত হয় তখন বনু বকরের এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর অসম্মান করে, অর্থাৎ (তাঁকে) অবমাননা করে (কবিতার) পঙ্ক্তি পাঠ করে। বনু খুযাআর এক যুবক তাকে (অর্থাৎ বনু বকরের সেই ব্যক্তিকে) তা পাঠ করতে শুনলে সেই ব্যক্তিকে প্রহার করে এবং তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় গোত্রের মাঝে বিবাদ হয়, যদিও আগে থেকেই তাদের মাঝে গোত্রগত শত্রুতা চলমান ছিল। [সাময়িকভাবে লড়াই বন্ধ ছিল।] বনু বকরের যে ব্যক্তি এমন অবমাননাকর (কবিতার) পঙ্ক্তি লিখেছিল সে বনু বকর গোত্রের বনু নাফাসা পরিবারের সদস্য ছিল। সেই কবিকে যখন বনু খুযাআর যুবক আহত করে তখন বনু বকর (গোত্রের) বনু নাফাসা (পরিবার) কুরাইশের কাছে বনু খুযাআর বিরুদ্ধে লোকবল ও অস্ত্র-সাহায্যের আবেদন করে। আবু সুফিয়ান ব্যতীত কুরাইশ সদস্যরা তাদের সাহায্য করতে সম্মত হয়। তার (তথা আবু সুফিয়ানের) সাথে এ

বিষয়ে পরামর্শও করা হয় নি আর সে এ বিষয়ে কিছু জানতোও না। একটি ভাষ্য হলো, তার সাথে পরামর্শ করা হয়েছিল, কিন্তু সে তা করতে অস্বীকৃতি জানায়, অর্থাৎ লড়াই করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশ অস্ত্র, ঘোড়া এবং লোকবল দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করে। তারা সবাই সংগোপনে আক্রমণ করেছিল যেন বনু খুযাআ প্রতিরোধ করতে না পারে। বনু খুযাআ (হুদাইবিয়ার) সন্ধিচুক্তির কারণে নিজেদের নিরাপদ মনে করছিল এবং তারা (নিরাপত্তার বিষয়ে) উদাসীন ছিল। কুরাইশ, বনু বকর এবং বনু নাফাসা **ওয়াতীর** নামক স্থানে সমবেত হবার অঙ্গীকার করে। এটি মক্কার নিম্নাঞ্চল ছিল, যা মক্কার দক্ষিণ-পশ্চিমে মক্কা থেকে ষোলো কিলোমিটার দূরত্বে হেরেমের সীমান্তে অবস্থিত। সেখানেই বনু খুযাআর বসতি বা বাড়িঘর ছিল। এরা অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে মিলিত হয়। কুরাইশের নেতৃবৃন্দ ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল এবং মুখোশ পরিধান করেছিল। তাদের মাঝে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা, ইকরামা বিন আবু জাহল, হুয়াইতাব বিন আব্দুল উয্যা, শেয়বা বিন উসমান এবং মিকরায বিন হাফ্স ছিল; তাদের সাথে তাদের ক্রীতদাসরাও ছিল। আর বনু বকরের নেতা নওফেল বিন মুয়াবিয়াও সাথে ছিল। বনু খুযাআ উদাসীন অবস্থায় নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমাচ্ছিল। তাদের মাঝে বেশিরভাগ নারী, শিশু ও দুর্বল মানুষ ছিল। কুরাইশ ও বনু নাফাসা (গোত্র) তাদের ওপর আক্রমণ করে মানুষজনকে হত্যা করতে আরম্ভ করে। এমনকি তাদের মাঝে কিছু মানুষ পালিয়ে হেরেমের সীমারেখার মধ্যে চলে যায়। বনু খুযাআ (গোত্র) বনু বকরের নেতা নওফেল বিন মুয়াবিয়াকে বলে, হে নওফেল! এখন আমরা হেরেমের এলাকায় ঢুকে পড়েছি। তোমাদেরকে তোমাদের উপাস্যের কসম দিচ্ছি। তখন নওফেল চরম ঔদ্ধত্যের সাথে বলে, আজ কোনো খোদা বা উপাস্য নেই! আর (একথা বলে) তারা হেরেমের এলাকাতেও হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে। সেদিন বনু বকর বনু খুযাআ গোত্রের বিশজনকে হত্যা করেছিল। যাহোক, পরবর্তীতে কুরাইশ তাদের এই অপকর্মে লজ্জিতও হয় এবং চিন্তিত হয়। কেননা তারা জানতো, তাদের এই অপকর্মের কারণে সেই সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছে, যা তাদের ও মহানবী (সা.)-এর মাঝে সম্পাদিত হয়েছিল। সুহাইল বিন আমর, নওফেলকে বলে, আমরা তোমাদের সাথে এবং তোমাদের সাথিদের সাথে মিলে যেসব মানুষকে হত্যা করেছি, তাদেরকে তুমি ভালোভাবে চেনো। তুমি তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছ আর অবশিষ্ট লোকদেরও হত্যা করতে চাচ্ছো। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা তোমার সাথে নেই। তাদেরকে ছেড়ে দাও। অতঃপর নওফেল তাদেরকে ছেড়ে দেয় এবং তারা চলে যায়। হারেস বিন হিশাম এবং আবদুল্লাহ্ বিন আবী রবীআ উভয়ে একত্রে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা, সুহাইল বিন আমর এবং ইকরামা বিন আবী জাহলের কাছে যায় এবং বনু খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে বনু বকরকে সাহায্য করার জন্য তাদেরকে চরম ভর্ৎসনা করে যে, তোমরা এ কী করলে! তোমাদের (মাঝে) তো চুক্তি ছিল। আরো বলে, তোমরা যে কাজ করেছ তা আমাদের ও মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যকার চুক্তি ভঙ্গ করার শামিল। হারেস বিন হিশাম, আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে বলে, (আমাদের) গোত্র এ কী অপকর্ম করে বসেছে! আবু সুফিয়ান একথা শুনে বলে, এটি এমন এক ঘটনা যাতে আমি সম্পৃক্ত নই, তবে এ

সম্পর্কে অনবগতও নই। খুবই জঘন্য কাজ হয়েছে। খোদার কসম! মুহাম্মদ (সা.) এখন অবশ্যই আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আবু সুফিয়ান আরো বলে, আমাকে আমার স্ত্রী **হিন্দ** তার একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্নের কথা বলেছে। সে দেখেছে, **'হাজূন'** পর্বত যা বাইতুল্লাহ্ থেকে দেড় মাইল দূরত্বে **মোহাস্‌সাব** উপত্যকার নিকটে অবস্থিত, সেদিক থেকে রক্তের একটি নদী প্রবাহিত হয়ে তা **খান্দামা** অবধি পৌঁছে গেছে; [**খান্দামা,** মিনা যাবার পথে মক্কার একটি বিখ্যাত পর্বত;] আর লোকেরা সেটি অপছন্দ করছে, অর্থাৎ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে দেখে মানুষ খুবই ভয় পেয়ে যায়। যাহোক, বনু খুযাআর ওপর আক্রমণের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কেও কাশফে অবহিত করেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা বিনতে হারেস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তার কাছে রাত্রি যাপন করেন। তিনি (সা.) নামাযের জন্য ওযু করতে ওঠেন। তিনি ওযুর স্থানে ছিলেন, এরই মধ্যে আমি শুনি, তিনি (সা.) তিন বার 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক' বলেন। অর্থাৎ, আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত। এরপর তিনবার বলেন, 'নুসিরতা' 'নুসিরতা' 'নুসিরতা' অর্থাৎ তোমাদের সাহায্য করা হয়েছে, তোমাদের সাহায্য করা হয়েছে, তোমাদের সাহায্য করা হয়েছে। তিনি (সা.) ওযু শেষ করে যখন (ঘরে) আসেন তখন আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি শুনলাম, আপনি তিনবার 'লাব্বাইক' ও তিনবার 'নুসিরতা' বলেছেন। আপনার কাছে কি কেউ এসেছিল যার সাথে আপনি কথা বলছিলেন? তিনি (সা.) বলেন, বনু খুযাআ গোত্রের শাখা বনু কা'বের এক ব্যক্তি বনু বকরের বিরুদ্ধে রণসঙ্গীত গেয়ে আমাকে সাহায্যের জন্য ডাকছিল। [এটি কাশফ বা দিব্যদর্শন ছিল।] সে বলছিল, কুরাইশ তাদের বিরুদ্ধে **বনু বকর বিন ওয়াইল**কে সাহায্য করেছে। হযরত মায়মুনা (রা.) বর্ণনা করেন, তিন দিন পর মহানবী (সা.) লোকজনকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ান, তখন কাউকে আমি এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করতে শুনি,

يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا . حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে সেই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যা আমাদের পূর্বপুরুষ এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যে রাতে বনু নাফাসা ও বনু খুযাআর ঘটনা ওয়াতীর নামক স্থানে ঘটেছিল, তার পরদিন সকালে তিনি (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, হে আয়েশা! খুযাআর মধ্যে কোনো ঘটনা ঘটেছে। হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কুরাইশ কি সেই চুক্তি ভঙ্গ করার সাহস করবে যা আপনার ও তাদের মধ্যে রয়েছে, যেখানে লড়াই বা যুদ্ধ তাদেরকে পূর্বেই সর্বশান্ত করে দিয়েছে? তিনি (সা.) বলেন, তারা এই চুক্তি সেই কাজের জন্য ভঙ্গ করেছে যার ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'লা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এতে কি কল্যাণ আছে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, এতে কল্যাণ আছে। অর্থাৎ এটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল যে, তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং পরবর্তীতে তারা এর শাস্তি পাবে।

যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন,

হযরত মাইমুনা (রা.) বলেন, এক রাতে আমার পালার দিনে মহানবী (সা.) আমার ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। যখন তিনি তাহাজ্জুদের জন্য উঠলেন, তখন তিনি ওযু করতে করতে কথা বলছিলেন এবং আমি আওয়াজ শুনতে পাই যে, তিনি বলছেন, **'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক'**। এরপর তিনি বলেন, **'নুসিরতা' 'নুসিরতা' 'নুসিরতা'**। তিনি বলেন, যখন তিনি বাইরে আসেন তখন আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কোনো লোক এসেছিল কি যার সাথে আপনি কথা বলছিলেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমার সামনে দিব্যদর্শনে খুযাআর একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়েছিল এবং তারা চিৎকার করে বলছিল, আমরা মুহাম্মদকে তার খোদার কসম দিয়ে বলছি, তোমার সাথে এবং তোমার বাপ-দাদাদের সাথে আমাদের চুক্তি ছিল এবং আমরা তোমার সাহায্য করে এসেছি, কিন্তু কুরাইশ আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং রাতের বেলা আমাদের ওপর হামলা করেছে, যখন আমাদের মধ্যে কেউ সিজদায় ছিল আর কেউ রুকুতে, আর তারা আমাদের হত্যা করেছে। এখন আমরা তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি। মোটকথা, আমি দেখলাম, অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেন যে, আমি দেখলাম খুযাআর একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। যখন কাশফীভাবে সেই লোককে আমি দেখতে পাই তখন আমি বলি, **'লাব্বাইক, লাব্বাইক, লাব্বাইক'**। অর্থাৎ আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত, একথা তিনবার বলি। এরপর আমি বলি, **'নুসিরতা', 'নুসিরতা', 'নুসিরতা'**। অর্থাৎ তোমাদের সাহায্য করা হবে, এটিও তিনবার বলি। এরপর হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সেই দিনই সকালবেলা মহানবী (সা.) আমার ঘরে আগমন করেন এবং তিনি বলেন, খুযাআর সাথে একটি বিপজ্জনক ঘটনা ঘটেছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম, খুযাআর সাথে বিপজ্জনক ঘটনা এটাই হতে পারে যে, তারা মক্কার সীমান্তে রয়েছে এবং মক্কাবাসীরা, যাদের বনু বকরের সাথে চুক্তি আছে, তারা খুযাআর ওপর হামলা করেছে। আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটা কি সম্ভব যে, এত কসমের পর কুরাইশ চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং তারা খুযাআর ওপর আক্রমণ করবে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লার হিকমতের অধীনে তারা এই চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং সেই হিকমত এটাই ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর জন্য (মক্কা) আক্রমণ করার অনুমতি ছিল না; আর চুক্তিভঙ্গ হবার কারণে অনুমতি হয়ে গেল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এর ফলাফল কি ভালো হবে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, ফলাফল ভালোই হবে।

এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, বনু বকর ও কুরাইশের এই নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের পর আমর বিন সালেম বনু খুযাআর চল্লিশজন উষ্ট্রারোহীর সাথে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছে সাহায্য চাইতে বের হয়। খুযাআ গোত্রের প্রধান বুদাইল বিন ওয়ারাকা খুযাঈ-ও এই দলের সাথে ছিল। তারা তাঁকে (সা.) বিস্তারিত জানায়, তাদের কী বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং কুরাইশ কীভাবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র, জনবল ও ঘোড়া দিয়ে বনু বকরকে সাহায্য করেছে এবং কীভাবে

সাফওয়ান, ইকরামা ও কুরাইশের অন্যান্য নেতা এই গণহত্যায় অংশ নিয়েছে। সেই সময় তিনি (সা.) সাহাবীদের সাথে মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। যখন তারা তাদের কথা শেষ করল, তখন খুযাআর সর্দার আমর বিন সালেম দাঁড়িয়ে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পড়ে সাহায্য চায়, যার মধ্যে একটি পঙ্‌ক্তি ছিল:

يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا . حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا

অর্থাৎ, **হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি মুহাম্মদকে সেই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যা আমাদের পিতৃপুরুষ এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের মধ্যে হয়েছিল।** মহানবী (সা.) বলেন, হে আমর বিন সালেম! তোমাকে সাহায্য করা হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যখন বনু খুযাআর কাফেলা তাঁর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি (সা.) তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মতে এই অত্যাচার কে করেছে? তারা বলল, বনু বকর। তিনি বলেন, পুরো বনু বকর? তারা বলল, না, বনু নাফাসা, যাদের সর্দার নওফেল বিন মুয়াবিয়া। তিনি (সা.) বলেন, এটা বনু বকরেরই একটি গোত্র। সুতরাং বনু খুযাআ যখন আল্লাহ্র রসূল (সা.)-কে সব বিষয় জানিয়ে দেয়, তখন তিনি বলেন, পৃথক পৃথক হয়ে ফিরে যাও। অর্থাৎ এখন যেহেতু তোমরা ফিরে যাবে, তোমরা কাফেলার আকারে একসাথে যেও না, বরং আলাদা আলাদা হয়ে যাও। তিনি একথা এজন্য বলেন যেন কেউ জানতে না পারে যে, তারা তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করে আসছে। তিনি এই বিষয়টিকে গোপন রাখেন। সুতরাং বনু খুযাআ আলাদা আলাদা হয়ে ফিরে যায়। তাদের মধ্যে কিছু লোক পথিমধ্যে সমুদ্র উপকূলের দিকে চলে যায় এবং বুদাইল বিন ওয়ারাকাসহ কিছু লোক সাধারণ পথ দিয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) বনু কা'ব অর্থাৎ খুযাআর ঘটনাটির কারণে খুবই রাগান্বিত হন। আমি তাঁকে (সা.) এত তীব্র রাগে কখনো দেখি নি।

হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তাঁর কাছে খুযাআর ঘটনার খবর এলে তিনি বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তাদের সেই সব কিছু থেকে রক্ষা করব যা থেকে আমি আমার পরিবার ও ঘরের লোকদের রক্ষা করি। এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন:

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মহানবী (সা.) সেই শেষ যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন যা আরবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। এই ঘটনা এভাবে ঘটে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে যারা চায় তারা মক্কাবাসীদের সাথে যোগ দেবে এবং যারা চায় তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে যোগ দেবে। আর এই সিদ্ধান্তও হয় যে, দশ বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষের একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি থাকবে না; ব্যতিক্রম হলো, একে অপরের ওপর আক্রমণ করে যদি চুক্তি ভঙ্গ করে দেয়। এই চুক্তির অধীনে আরবের বনু বকর গোত্র মক্কাবাসীদের সাথে যোগ দেয় এবং খুযাআ গোত্র মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগ দেয়। কাফির আরবরা চুক্তির বাধ্যবাধকতার প্রতি অতি সামান্যই খেয়াল রাখত, বিশেষত মুসলমানদের বিপরীতে। সুতরাং বনু বকরের যেহেতু খুযাআ গোত্রের সাথে পুরাতন বিরোধ ছিল, হুদাইবিয়ার সন্ধির কিছু সময় অতিবাহিত

হবার পর তারা মক্কাবাসীদের সাথে পরামর্শ করে যে, খুযাআ তো চুক্তির কারণে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে আছে, তাদের ওপর আমাদের প্রতিশোধ নেবার এখনই সুযোগ। সুতরাং মক্কার কুরাইশ ও বনু বকর মিলে রাতের বেলা বনু খুযাআর ওপর আক্রমণ করে এবং তাদের অনেক লোককে হত্যা করে। খুযাআ যখন জানতে পারল, কুরাইশ গোত্র বনু বকরের সাথে মিলে এই আক্রমণ করেছে, তখন তারা এই চুক্তিভঙ্গের সংবাদ দেবার জন্য চল্লিশজন লোককে দ্রুতগামী উটে করে তৎক্ষণাৎ মদীনায় পাঠায় এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছে দাবি করে, পারস্পরিক চুক্তি অনুসারে এখন আপনার কর্তব্য হলো আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা এবং মক্কার ওপর আক্রমণ করা।

এই দলটি যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট পৌঁছায়, তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের দুঃখ আমার দুঃখ। আমি আমার চুক্তির ওপর অটল আছি। তিনি (সা.) আরো বলেন, এই যে মেঘ সামনে বর্ষিত হচ্ছে, [তখন বৃষ্টি হচ্ছিল,] যেভাবে এখেকে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, তেমনই ইসলামী সৈন্যদল দ্রুত তোমাদের সাহায্যার্থে এসে পৌঁছাবে।

এক বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) হযরত যামরা (রা.)-কে কুরাইশের নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে যে-কোনো একটি তাদের গ্রহণ করতে বলেন– হয় বনু খুযাআ গোত্রের নিহতদের ক্ষতিপূরণ আদায় করবে, নতুবা বনু নাফাসার সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেবে, কিংবা হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল করবে। এই তিনটি প্রস্তাব ছিল। হযরত যামরা (রা.) মহানবী (সা.)-এর দূত হিসেবে তাদের কাছে যান। তিনি (রা.) মসজিদে হারামের দরজার সামনে নিজের উট বসিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। কুরাইশ সদস্যরা তখন নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান করছিল। হযরত যামরা (রা.) তাদের বলেন, তিনি মহানবী (সা.)-এর দূত। অতঃপর তাদের নিকট মহানবী (সা.)-এর সংবাদ পৌঁছান। কারদাহ্ বিন আবদে আমর বলে, যদি আমরা বনু খুযাআর নিহতদের ক্ষতিপূরণ দেই তাহলে আমাদের কাছে খাদ্যসামগ্রী ও গবাদিপশু কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা এত মানুষের ক্ষতিপূরণ দেওয়া অনেক অর্থের ব্যাপার। বনু নাফাসার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়টি হলো, আরবের এমন কোনো গোত্র নেই যারা তাদের মতো কাবা শরীফের সম্মান করে। তারা আমাদের মিত্র। আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেবো না। আমরা আলাদা হবো না যতক্ষণ আমাদের কিছু অবশিষ্ট আছে। হ্যাঁ, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে লড়াই করব। তারপর সে বলল, আমরা লড়াই করব, এজন্য আমরা চুক্তিই বাতিল করে দিচ্ছি; অর্থাৎ হুদাইবিয়ার চুক্তি। হযরত যামরা (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট ফিরে এসে কুরাইশের সমস্ত বিষয় অবহিত করেন। যাহোক, পরবর্তীতে কুরাইশ তাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয় আর তারা আবু সুফিয়ানকে মহানবী (সা.)-এর কাছে পাঠায়। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে আবু সুফিয়ানের আগমনের বিষয়ে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারে আবু সুফিয়ান চুক্তি নবায়নের জন্য আসে; [তিনি (সা.) লোকজনকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন।]

এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, মহানবী (সা.) মদীনায় আবু সুফিয়ানের আগমনের পূর্বেই সাহাবীদেরকে বলেন, আবু সুফিয়ান তোমাদের কাছে আসছে। সে বলবে, চুক্তি নবায়ন করো এবং চুক্তির সময়সীমা বাড়িয়ে দাও। কিন্তু সে রাগ নিয়েই ফিরে যাবে, তার কোনো কথাই গ্রহণ করা হবে না। একটি বর্ণনায় আছে, হযরত হারেস বিন হিশাম এবং আব্দুল্লাহ্ বিন আবী রুবাইয়া আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে তাকে বলে, এ বিষয়ে শান্তিচুক্তি করা অপরিহার্য। যদি এই বিষয়ের সমাধান না হয় তাহলে মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে আমাদের ওপর চড়াও হবেন। ফলে আবু সুফিয়ান এবং তার দাস দুটি উটে করে রওনা হয়। তারা দ্রুত মদীনায় গিয়ে পৌঁছায়। সে প্রথমে তার কন্যা উম্মে হাবীবা (রা.)-র কাছে যায়, যিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী ছিলেন। আবু সুফিয়ান, মহানবী (সা.)-এর বিছানায় বসতে চেয়েছিল, কিন্তু হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) বিছানা গুটিয়ে নেন। আবু সুফিয়ান তখন বলে, হে আমার কন্যা! এ বিছানাটি কি আমার যোগ্য নয়, নাকি আমি এর উপযুক্ত নই? উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন, এটি মহানবী (সা.)-এর বিছানা। আপনি একজন মুশরিক এবং অপবিত্র ব্যক্তি। আপনার মহানবী (সা.) বিছানায় বসাটা আমি পছন্দ করি না। আবু সুফিয়ান বলেন, হে আমার কন্যা! আমার পরে তোমার মাঝে এক ধরনের অমঙ্গল প্রবেশ করেছে। উম্মে হাবীবা (রা.) উত্তরে বলেন, না, বরং আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইসলামের দিকে পথ দেখিয়েছেন। আর হে আমার পিতা! আপনি কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং কুরাইশের নেতা। ইসলাম গ্রহণে আপনার জন্য কোন বিষয় বিলম্বের কারণ হতে পারে? [তিনি তাকে তবলীগ করেন।] আপনি (সেই) মূর্তির পূজারী যে শুনতে পায় না এবং দেখতেও পায় না। আবু সুফিয়ান সেখান থেকে উঠে পড়ে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে চলে যায়। তিনি (সা.) সে সময়ে মসজিদে ছিলেন। সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। আপনি সেই সন্ধির নবায়ন করুন এবং আমাদের জন্য এর সময়সীমা বাড়িয়ে দিন। তিনি (সা.) বলেন, হে আবু সুফিয়ান! তুমি কি কেবল এ কারণেই এসেছ? সে বলে, হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, (এ সন্ধির বিষয়ে) তোমাদের পক্ষ হতে কি কিছু হয়েছে? সে বলে, আল্লাহ্র আশ্রয় চাই! আমরা এ সন্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি। [সে মিথ্যা কথা বলে।] সে বলে, আমরা এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন করি নি। তিনি (সা.) বলেন, আমরাও আমাদের সন্ধি ও অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি, আমরাও এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন করি নি। [আমাদের সন্ধি হয়েছিল, তা বহাল আছে; আমরাও কোনো ধরনের পরিবর্তন করি নি।] আবু সুফিয়ান নিজের কথা পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, কিন্তু তিনি (সা.) কোনো উত্তর দেন নি। সে হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে যায় এবং বলে, তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে কথা বলো আর লোকদের মাঝে নিজের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের ঘোষণা দাও, (অর্থাৎ মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করবে না)। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার নিজের নিরাপত্তাও মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা প্রদানের ওপর নির্ভর করে। আবু সুফিয়ান এরপর হযরত উমর (রা.)-র কাছে যায় এবং তাঁর সাথে হযরত আবু বকর (রা.)-র সাথে বাক্যালাপের ন্যায় আলাপচারিতা করে। এরপর সে হযরত উসমান (রা.)-র কাছে যায় এবং তাঁকে বলে, লোকদের

মাঝে তুমিই সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ককে অটুট রাখো। সন্ধির মেয়াদকাল বাড়িয়ে দাও এবং চুক্তির নবায়ন করো। তোমার সাথিরা তোমার কথা ফেলে দেবে না। তিনি (রা.) বলেন, আমার নিজের নিরাপত্তা, মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা প্রদানের ওপর নির্ভর করে। এখানে অসফল হয়ে সে হযরত আলী (রা.)-র কাছে যায় এবং বলে, হে আলী! তুমি আমার সবচেয়ে নিকটাত্মীয়। আমি এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেছি, খালি হাতে ফিরে যেতে চাই না। মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে আমার সম্পর্কে সুপারিশ করো। তিনি (রা.) বলেন, আবু সুফিয়ান, তুমি ধ্বংস হও! হযরত আলী (রা.) উত্তর দেন, তোমার জন্য ধ্বংস। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন কোনো কিছুর প্রত্যয় করেন তখন সে বিষয়ে কোনো কিছু বলার আমাদের কারো সাধ্য নেই। (এ বিষয়ে কিছু বলার) কারো কোনো ক্ষমতা নেই। সে হযরত আলী (রা.)-কে বলে, হে আলী! বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে, আমাকে কোনো পরামর্শ দাও। হযরত আলী (রা.) বলেন, খোদার কসম! আমার জানা এমন কোনো দিক নেই যা তোমাকে কল্যাণ দিতে পারে। তবে তুমি তো বনু কিনানার সর্দার। তুমি যাও এবং লোকদের মাঝে নিরাপত্তার ঘোষণা দাও, (অর্থাৎ মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করা হবে না) এবং নিজ শহরে ফিরে যাও। আবু সুফিয়ান মসজিদে নববীতে যায় এবং বলে, হে লোকসকল! আমি জনতার মাঝে তোমাদের নিরাপত্তা বিধানের ঘোষণা দিয়ে এসেছি। আমি আশা রাখি, তোমরা আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট গিয়ে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি লোকদের মাঝে নিরাপত্তা বিধানের ঘোষণা দিয়ে এসেছি। তিনি (সা.) বলেন, হে আবু হানযালা! এই ঘোষণা কেবল তোমার পক্ষ থেকে করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা এ বিষয়ে কিছুই বলি নি, এটা তোমার একতরফা ঘোষণা। এরপর সে নিজ উটে চড়ে চলে যায়। এক বর্ণনা অনুযায়ী, সে হযরত ফাতেমা (রা.)-র সাথেও আলাপ করে এবং বলে, তিনি যেন সুপারিশ করেন। কিন্তু তিনিও অপারগতার কথা বলেন। আর এভাবে কোনো নতুন অঙ্গীকার ও সন্ধি অথবা যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টায় অসফল ও অকৃতকার্য হয়ে সে (মক্কায়) ফিরে আসে। আবু সুফিয়ান যখন তার জাতির কাছে ফিরে আসে, তখন সে তাদের কাছে সব কথা খুলে বলে। তারা (এমন কাজের জন্য) আবু সুফিয়ানকে ভৎর্সনা করে। তারা বলে, তুমি আমাদের জন্য কল্যাণের কোনো কিছুই নিয়ে আসো নি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এ বিষয়টিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন। তিনি (রা.) লেখেন, মক্কাবাসীরা আবু সুফিয়ানকে মদীনায় পাঠায় যেন সে মুসলমানদেরকে কোনোভাবে আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখতে পারে। আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-এর ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে যে, যেহেতু হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না, তাই নতুনভাবে সন্ধি করা হোক। কিন্তু মহানবী (সা.) তার এ কথার কোনো উত্তর প্রদান করেন নি, কেননা উত্তর প্রদান করলে গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে যেতো। আবু সুফিয়ান হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় শঙ্কিত হয়ে মসজিদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেয়, হে লোকেরা! আমি মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য নতুনরূপে শান্তির ঘোষণা প্রদান করছি। এ কথা শুনে মুসলমানগণ তার মূর্খতায় হেসে ওঠে এবং

মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু সুফিয়ান! এ কথা তুমি তোমার নিজের পক্ষ থেকে বলছ, আমরা তোমার সাথে এমন কোনো চুক্তি করি নি।

আমাদের রিসার্চ সেলের সদস্যগণ এ সম্পর্কে একটি নোট লিখেছে; তাদের মতে, আবু সুফিয়ানের এই মন্তব্য– 'আমি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলাম না'– এটি সংশয়পূর্ণ বিষয়; কিংবা হয়তো কেউ কেউ এই কথা বলেছেন, যেজন্য তারা এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। সাধারণ লোকদের দৃষ্টিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, কিন্তু যারা ঐতিহাসিক বিষয়াদির গভীরে যেতে চায় তারা হয়তো এ প্রশ্ন উত্থাপন করবে– 'আমি উপস্থিত ছিলাম না'– এই কথা বলাটা সংশয়পূর্ণ বিষয়। কেননা ইতিহাস ও জীবনীমূলক কতিপয় গ্রন্থে এ বিষয়ে অর্থাৎ মদীনায় আগমনের পর আবু সুফিয়ানের এ কথা বলা যে, 'আমি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলাম না'– অধিকাংশ গ্রন্থে কিন্তু এর উল্লেখ নেই। কিছু কিছু জীবনী গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে, সে এটি বলেছে, 'আমি উপস্থিত ছিলাম না'; কিন্তু অধিকাংশ বইয়ে এ বিষয়ের উল্লেখ নেই। আর অধিকাংশ ইতিহাসবিদই আবু সুফিয়ানের এ কথা উল্লেখ করেন নি। তৃতীয় বিষয় হলো, আবু সুফিয়ান কি প্রকৃতপক্ষেই হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিল না? ওয়াকদির কিতাবুল মাগাযী, সীরাতে হালবিয়া ও আরো কতিপয় পুস্তকে এটি বর্ণিত হয়েছে, সে সেসময় উপস্থিত ছিল না। কিন্তু ইতিহাস ও জীবনীমূলক অধিকাংশ গ্রন্থে এটি উল্লিখিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হযরত উসমান (রা.)-কে মক্কা প্রেরণ করেছিলেন যেন তিনি আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ সর্দারদের গিয়ে (এ কথা) বলেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে আসি নি। এ থেকে এটি অনুধাবন করা যায়, আবু সুফিয়ান সেসময় উপস্থিত ছিল। অবশ্য এই বিষয়টি বিবেচনা করার মতো যে, সে নিজে কুরাইশের নেতা হওয়া সত্ত্বেও হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় নিজে মহানবী (সা.)-এর নিকট আলোচনা করতে আসে নি বা সন্ধি করার জন্যও নিজে আসে নি, কিংবা এ সন্ধিতে তার স্বাক্ষর বা সাক্ষ্যও লিপিবদ্ধ নেই। হতে পারে, এ কারণে মদীনায় গিয়ে সে বলেছিল যে, 'আমি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলাম না'। তার এই কথার অর্থ এটি হতে পারে যে, 'সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না', অথবা 'আমি আসলেই সেখানে সশরীরে উপস্থিত ছিলাম না'। আর হতে পারে, এ কথাটিই সে মদীনাতে এসে বলেছিল বা পুনরাবৃত্তি করেছিল যে, 'সন্ধিচুক্তিতে তো আমার স্বাক্ষর নেই!'

যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি, এটি রিসার্চ সেলের সদস্যগণের ধারণা। কিন্তু তারা যে ধারণার কথা সবিস্তারে তুলে ধরেছেন, তারা নিজেরাই আবার 'আমি সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলাম না'– এই বক্তব্যের খণ্ডনও করছেন। তারা লিখছেন, কেননা সন্ধিতে সর্দার হিসেবে তার স্বাক্ষর নেই। তাই সে অর্থাৎ আবু সুফিয়ান এ বিষয়টিকেই হয়তোবা তার পক্ষে যুক্তিস্বরূপ দাঁড় করিয়েছে। এজন্য কোনো সন্দেহে আপতিত হবার প্রয়োজন নেই যে, সে মদীনা এসে এটি বলেছে, 'আমি সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলাম না'। সে যে এটি বলেছিল, তা সে সত্য কথাই বলেছিল। হ্যাঁ, অংশগ্রহণ করা ও উপস্থিত থাকার শব্দাবলির বর্ণনায় বর্ণনাকারীর ভুল হতে পারে, কিন্তু ঘটনাবলি এ কথাটিকে অধিক সঠিক বলে

সাব্যস্ত করে যে, সে সন্ধিতে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দিয়েছিল। এ কথাটিই প্রতীয়মান হয়। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এ কথাই লিখেছেন, সে এ কথা বলেছে; এবং তিনি (রা.) সেটি (সঠিক বলে) মেনেছেন আর এটিই সঠিক বলে মনে হয় যে, সে সন্ধিতে অংশগ্রহণ করে নি। এ থেকে আমরা এটাই বুঝি যে, এর অর্থ হলো, সন্ধিচুক্তির সময় সে উপস্থিত ছিল না। যাহোক, এটি তো একটি ঐতিহাসিক বিষয় ছিল যা আমি বর্ণনা করে দিয়েছি। এজন্য এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই আর কোনো প্রশ্ন ওঠারও সুযোগ নেই; এটি সুস্পষ্ট কথা।

যাহোক, এ যুদ্ধে যাওয়া সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) গোপনীয়তার সাথে সফরের প্রস্তুতি নেওয়া আরম্ভ করেন। মহানবী (সা.) লোকদেরকে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন, কিন্তু কোথায় যেতে হবে তা বলেন নি। একইভাবে মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, যাত্রার জন্য আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করে দাও। এটি বলে তিনি (সা.) ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিজের কন্যা হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে যান। সে সময় হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) কি কোনো যুদ্ধে যাওয়ার সংকল্প করেছেন? হযরত আয়েশা (রা.) নীরব থাকেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) বলতে লাগলেন, হয়তোবা রোমানদের দিকে যাবার ইচ্ছা রয়েছে, অথবা নাজদবাসীদের প্রতি যাবার ইচ্ছা রয়েছে, কিংবা হয়তো কুরাইশের দিকে যাত্রার সংকল্প করেছেন; কিন্তু তাদের সাথে তো চুক্তির মেয়াদ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর প্রত্যেক প্রশ্নে নীরব থাকেন এবং কোনো উত্তর দেন নি। এরই মাঝে মহানবী (সা.) ফেরত আসেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কোথাও যাত্রা করার সংকল্প রয়েছে কি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, আপনার কি বনু আসফার অর্থাৎ রোমানদের দিকে যাত্রা করার সংকল্প রয়েছে? তিনি (সা.) বলেন, না। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করলেন, তবে কি নাজদবাসীদের অভিমুখে যাত্রা করার সংকল্প রয়েছে? তিনি (সা.) বলেন, না। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, তাহলে হয়তো আপনার ইচ্ছা কুরাইশের দিকে যাত্রা করার? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আপনার ও তাদের মাঝে কি চুক্তি নেই? [অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধি।] তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি জানো না, তারা বনু কা'ব অর্থাৎ খুযাআ গোত্রের সাথে কী করেছে?

এই ঘটনার আরো বিশদ বিবরণে সীরাতে হালবিয়াতে লেখা আছে, হযরত আবু বকর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি যাত্রা করার সংকল্প করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, তাহলে আমিও প্রস্তুতি গ্রহণ করি? তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কোথায় যাবার সংকল্প করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশের বিরুদ্ধে; কিন্তু একইসাথে এটাও বলে দেন, আবু বকর! এই বিষয়টিকে এখন গোপন রেখো। মোটকথা, মহানবী (সা.) লোকদের প্রস্তুতি গ্রহণের

নির্দেশ দেন, কিন্তু তিনি (সা.) লোকদেরকে তাঁর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে অনবহিত রাখেন। এরপর মহানবী (সা.) গ্রামের ও আশেপাশের মুসলমানদেরকে বার্তা পাঠান এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা ও বিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন রমযান মাসে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়। মহানবী (সা.)-এর ঘোষণা অনুযায়ী আরব গোত্রগুলো মদীনায় আসতে আরম্ভ করে। যেসব গোত্র মদীনাতে পৌঁছায় তাদের মাঝে বনু আসলাম, বনু গিফার, বনু মুযায়না, বনু আশজাআ এবং বনু জুহায়না অন্তর্ভুক্ত ছিল। একটি রেওয়ায়েত মতে, মহানবী (সা.) প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.)-কে ডেকে পরামর্শ করেন, অতঃপর হযরত উমর (রা.)-কে ডেকে পরামর্শ করেন এবং এরপর সব মুসলমানদের যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন।

এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে লিখেছেন, মহানবী (সা.) নিজের একজন সহধর্মিণীকে বলেন, যাত্রার জন্য আমার সামগ্রী প্রস্তুত করতে শুরু করো। তিনি (রা.) যাত্রার সামগ্রী প্রস্তুত করতে শুরু করেন।

তিনি (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, আমার জন্য ছাতু প্রভৃতি অথবা শস্য ভেজে প্রস্তুত করো। এই ধরনের খাদ্যসামগ্রীই সে যুগে প্রচলিত ছিল। তিনি (রা.) শস্য থেকে মাটি ইত্যাদি বেছে পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেন, শস্য পরিষ্কার করা শুরু করেন। হযরত আবু বকর (রা.) নিজের কন্যার নিকট তার গৃহে আসলেন এবং তিনি এই প্রস্তুতি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা! কী হচ্ছে? রসূলুল্লাহ্ (সা.) কি কোনো যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন? তিনি বলেন, যাত্রার প্রস্তুতিই তো মনে হচ্ছে। তিনি (সা.) যাত্রার প্রস্তুতির কথাই বলেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, কোনো যুদ্ধের পরিকল্পনা আছে কি? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বলেন, আমি কিছুই জানি না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমার সফরের উপকরণাদি প্রস্তুত করো, আর আমরা তা-ই করছি। [হযরত আয়েশা (রা.) এই উত্তর দেন যে, আমরা তো সফরের জিনিসপত্র প্রস্তুত করছি। কোথায় যাবেন, কেন যাবেন− (এসব) আমরা কিছুই জানি না।] দুই-তিন দিন পর মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-কে ডাকেন এবং বলেন, দেখো! তোমরা জানো, খুযাআ গোত্রের লোকেরা এসেছিল আর তারা বলেছে, এমন ঘটনা ঘটেছে। খোদা তা'লা আমাকে এই ঘটনা সম্পর্কে পূর্বেই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমরা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। এখন আমরা যদি ভয় পাই আর মক্কাবাসীদের বীরত্ব ও শক্তিমত্তা দেখে তাদেরকে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত না হই, তাহলে এটি ঈমানের পরিপন্থী কাজ হবে। যাহোক, আমাদের সেখানে যেতে হবে। তোমাদের মতামত কী? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তো তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেছেন, এছাড়া তারা তো আপনার নিজের জাতি। এর অর্থ ছিল, আপনি কি আপনার জাতিকে হত্যা করবেন? মহানবী (সা.) বলেন, আমরা স্বজাতিকে হত্যা করব না, বরং চুক্তিভঙ্গকারীদের হত্যা করব। এরপর হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন; হযরত উমরের (রা.) তো নিজস্ব ভঙ্গি ছিল; তিনি বলেন, বিসমিল্লাহ্! আমি তো প্রতি দিন দোয়া করতাম যেন এই দিন ভাগ্যে জোটে আর আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর

সুরক্ষায় কাফিরদের সাথে লড়াই করতে পারি। মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর অত্যন্ত কোমল স্বভাবের, তবে ন্যায়সংগত কথা উমরের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়। উমরই সঠিক কথা বলেছে। তিনি (সা.) বলেন, প্রস্তুতি গ্রহণ করো। এরপর তিনি (সা.) আশপাশের গোত্রগুলোকে বার্তা প্রেরণ করেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন রমযানের প্রারম্ভিক দিনগুলোতে মদীনায় এসে একত্রিত হয়।

মহানবী (সা.) এই সফরকে গোপন রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার কৌশলও অবলম্বন করেন। যেমন, তিনি (সা.) যাত্রার পূর্বে হযরত আবু কাতাদা বিন রবী' (রা.)-র নেতৃত্বে আট ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দল মক্কার বিপরীত দিকে 'ইযম' উপত্যকা অভিমুখে প্রেরণ করেন, যেন গুপ্তচররা ধারণা করে যে, তিনি (সা.) ঐদিকে যাবার সংকল্প করছেন এবং সংবাদ ছড়িয়ে না পড়ে। 'ইযম' মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরত্বে পূর্ব দিকে অবস্থিত নাজদের একটি উপত্যকা। এছাড়াও মহানবী (সা.) মদীনার চতুর্দিকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন যাদের দায়িত্ব ছিল, কোনো অপরিচিত ব্যক্তি মক্কা অভিমুখে গেলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া। আর এসব কাজের তদারকির জন্য হযরত উমর (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়, তিনি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে টহল দিতে থাকেন। এসব কৌশল অবলম্বন করার পর মহানবী (সা.) আপন খোদার সমীপে দোয়ার জন্য হাত তোলেন এবং নিবেদন করেন,

اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم ولا يرونا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فجأة

(উচ্চারণঃ **আল্লাহুম্মা খুয্ আলা আসমাইহিম ওয়া আবসারিহিম ওয়ালা ইয়ারাওনা ইল্লা বাগতাতান ওয়ালা ইয়াসমাঊনা বিনা ইল্লা ফাজাআহ**।) অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! কুরাইশের কান ও চোখ তুমি ছিনিয়ে নাও, (অর্থাৎ তাদের গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদের থামিয়ে দাও), তারা যেন আমাদের দেখতে না পায়, যতক্ষণ না আমরা অকস্মাৎ তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছি। আর তারা যেন আমাদের সম্পর্কে কোনো খবর না পায়, যতক্ষণ না অকস্মাৎ আমাদের সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।
মহানবী (সা.)-এর আরেকটি দোয়ারও উল্লেখ পাওয়া যায়; সেটি হলোঃ

اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها

(উচ্চারণঃ **আল্লাহুম্মা খুযিল্ উয়ূনা ওয়াল আখবারা আন কুরাইশিন হাত্তা নাবগাতাহা ফী বিলাদিহা**) অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! কুরাইশের গুপ্তচর এবং তাদের সংবাদদাতাদের থামিয়ে রাখো, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাদেরকে তাদের এলাকায় অকস্মাৎ গিয়ে পাকড়াও করি।

এর আরো বিশদ বিবরণ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্, আগামীতে বর্ণনা করা হবে। এরপর তিনি (সা.) যাত্রা আরম্ভ করেন।

আমি এখন বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে চাই, প্রায়শই বলে থাকি; দোয়া করতে থাকুন। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে আমাদের সুরক্ষিত রাখেন। কেননা ইসরাইল ইতোমধ্যে ইরানের ওপর আক্রমণ করে বসেছে আর এই যুদ্ধের পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এরা অর্থাৎ

ইসরাইল সরকার তো এখন এক এক করে সব মুসলিম রাষ্ট্রেরই ক্ষতি করতে চাইবে। অথচ মুসলিম দেশগুলো এখনও ঘুমিয়ে আছে; (তারা) কেবল নিজেদের উন্নতি ও অন্যান্য স্বার্থের চিন্তায় ডুবে আছে, আর তারা বুঝতেও পারছে না– কী ঘটতে যাচ্ছে! মুসলমানদের তো বর্তমানে আমলও নেই, আর দোয়ার প্রতিও মনোযোগ নেই। আর এরূপ পরিস্থিতিতে তাদের যে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হবে– তা তারা কল্পনাও করতে পারছে না। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন আর এদিকে (তথা আদর্শ ও দোয়ার প্রতি) তারা মনোযোগী হোক এবং নিজেদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হোক। এমন যেন না হয় যে, 'অমুক অমুক ফিরকা রয়েছে, তাই আমরা তাদেরকে সাহায্য করব না'। সব দেশই বিপদের আশঙ্কায় আছে। কেননা **'আল-কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহেদাহ'** হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ (ইসলামের বিরুদ্ধে) কাফিররা একজোট হয়ে গিয়েছে। তাই মুসলমানদেরকেও 'উম্মতে ওয়াহেদা' (তথা এক জাতিতে) পরিণত হতে হবে। তবেই তারা রক্ষা পাবে, নতুবা বাঁচার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক নিষ্পাপ ও প্রত্যেক অত্যাচারিতকে বড়ো ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন। আর আমাদেরও দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন, (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)